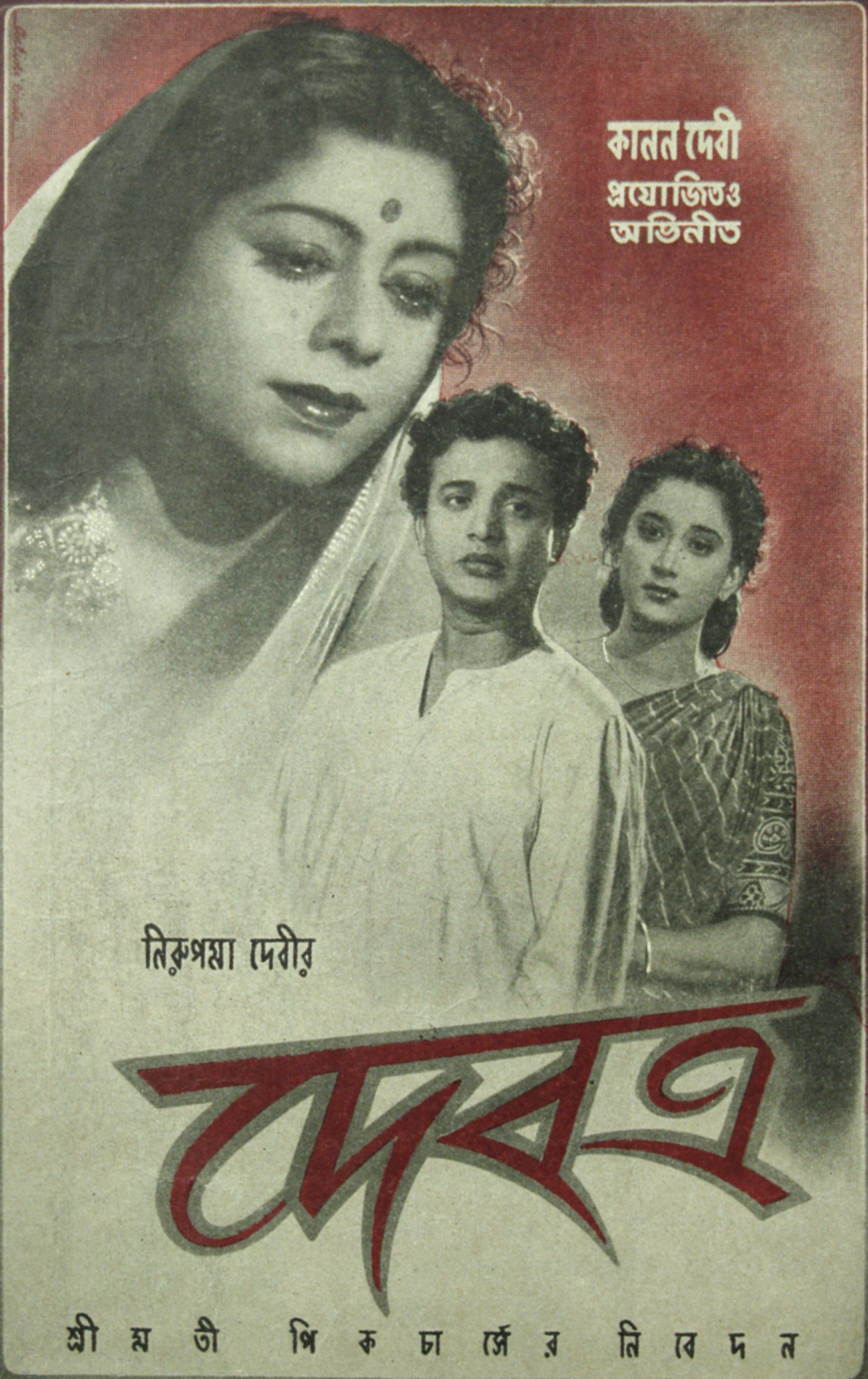

কানন দেবী
প্রযোজিত ও
অভিনীত
নিরুপমা দেবীর
দেবত্র
শ্রীমতী পিকচার্সের নিবেদন

নিরুপমা দেবীর উপন্যাস অবলম্বনে

শ্রীমতী পিকচার্সের নিবেদন

দেবত্র

প্রযোজনা : **কানন দেবী**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **হরিদাস ভট্টাচার্য্য**

সুর : কালিপদ সেন। আলোকচিত্র : জি, কে, মেহতা শব্দগ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত শিল্পনির্দ্দেশ : সত্যেন রায়চৌধুরী। ব্যবস্থাপনা : প্রভাত দাস গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও সজনীকান্ত দাস অতিরিক্ত-সংলাপ : সজনীকান্ত দাস। যন্ত্রসঙ্গীত : সুর ও শ্রী রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী। মঞ্চনির্মান : সুবোধ দাস স্থিরচিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস। পরিচয়-লিখন : দিগেন ষ্টুডিও। রসায়নাগারিক : আর, বি, মেহতা। নেপথ্য-সঙ্গীত : কানন দেবী, সন্ধ্যা মুখার্জী, মৃনাল চক্রবর্ত্তী। স্তোত্রপাঠ : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : বসনালয়। প্রচার-পরিচালন : অনুশীলন এজেন্সী লিঃ।

● সহকারী ●

পরিচালনা : শচীন মুখার্জী, দিলীপ মুখার্জী ও তরুণ মজুমদার। আলোকচিত্র : সর্বেশ্বর শেঠ, জগমোহন মেহরোত্রা ও সৌমেন্দু রায়। শব্দযোজনা : দুর্গাদাস মিত্র, মৃণাল গুহঠাকুরতা ও সমীর ঘোষ। সম্পাদন : তপেশ্বর প্রসাদ ও হরিনারায়ণ মুখার্জী। ব্যবস্থাপন : অসিত বসু ও বিজয় দাস। রূপসজ্জা : অনন্ত দাস ও ভীম নস্কর। আলোকসম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, রঞ্জিত সিংহ রায় ও কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী। শিল্পনির্দ্দেশ : হীরেন লাহিড়ী।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

● রূপদানে ●

কানন দেবী

অহীন্দ্র চৌধুরী

উত্তমকুমার

শিপ্রা ● সবিতা

অনুপ ● কবিতা

জহর গাঙ্গুলী

গঙ্গাপদ বসু

গুরুদাস বন্দ্যোঃ

জহর রায়

সাধন সরকার

নবদ্বীপ ● আশু

গীতা ● স্বাগতা

মনোরমা ● বলাই

খগেন পাঠক

ঋষি বন্দ্যোঃ

রতন ● সুবল

কুমারী

মঞ্জু ও বুলবুল

শ্রীমান

মানিক ও বিদ্যুৎ

পরিবেশক :

নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড

কাহিনী

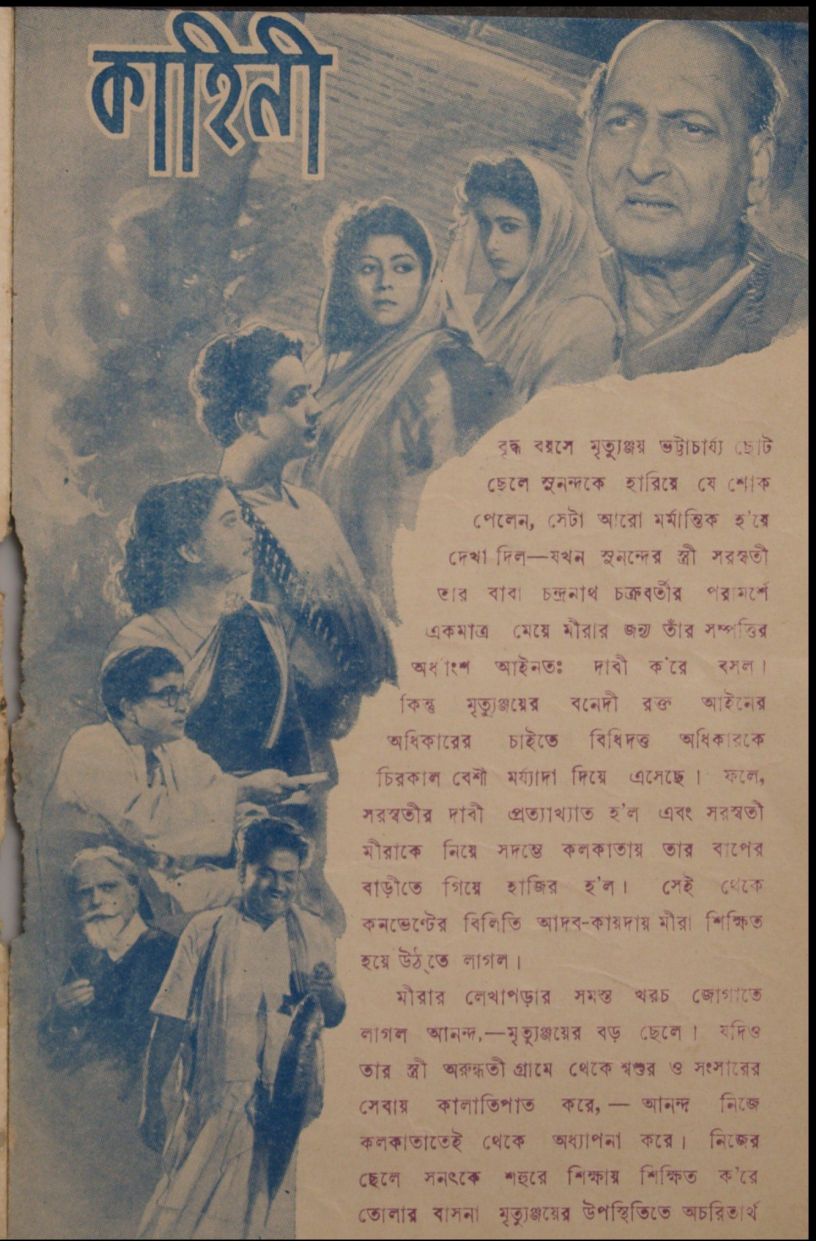

বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ছোট ছেলে সুনন্দকে হারিয়ে যে শোক পেলেন, সেটা আরো মর্ম্মান্তিক হ'য়ে দেখা দিল—যখন সুনন্দের স্ত্রী সরস্বতী তার বাবা চন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পরামর্শে একমাত্র মেয়ে মীরার জন্য তাঁর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ আইনতঃ দাবী ক'রে বসল। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের বনেদী রক্ত আইনের অধিকারের চাইতে বিধিদত্ত অধিকারকে চিরকাল বেশী মর্য্যাদা দিয়ে এসেছে। ফলে, সরস্বতীর দাবী প্রত্যাখ্যাত হ'ল এবং সরস্বতী মীরাকে নিয়ে সদম্ভে কলকাতায় তার বাপের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। সেই থেকে কনভেণ্টের বিলিতি আদব-কায়দায় মীরা শিক্ষিত হয়ে উঠ্‌তে লাগল।

মীরার লেখাপড়ার সমস্ত খরচ জোগাতে লাগল আনন্দ,—মৃত্যুঞ্জয়ের বড় ছেলে। যদিও তার স্ত্রী অরুন্ধতী গ্রামে থেকে শ্বশুর ও সংসারের সেবায় কালাতিপাত করে,—আনন্দ নিজে কলকাতাতেই থেকে অধ্যাপনা করে। নিজের ছেলে সনৎকে শহুরে শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলার বাসনা মৃত্যুঞ্জয়ের উপস্থিতিতে অচরিতার্থ

রয়ে গেল ব'লে, মীরাকে উচ্চশিক্ষিত করে তোলায় তার একান্ত আগ্রহ। কিন্তু সনৎ সম্পর্কে আনন্দের প্রকৃত মনোভাব যখন মৃত্যুঞ্জয়ের কানে গেল, তখন অভিমানবশে সনৎকে তিনি কলকাতায় আনন্দের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে তাঁরই এক দুঃস্থ প্রতিবেশী হরিশ,—যে সম্প্রতি দারিদ্র্য-তাড়িত হ'য়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল,—তারই অনাথ ছেলে অরুণ ও মেয়ে করুণাকে নিজের আদর্শ মতো মানুষ করে তুলতে লাগলেন।

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। আনন্দ ও চন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মৃত্যু ঘটেছে। ভাইয়ের সংসারে সরস্বতীর আর আদর নেই। এদিকে মীরার বিয়ের বয়স হয়েছে। একটি পাত্র-ও ঠিক করা হয়েছে। সেই বিয়ের পণ হিসেবে শ্বশুরের সম্পত্তির অর্ধেক হস্তগত করা যায় কি না, সেই চেষ্টায় সরস্বতী আবার গ্রামে ফিরে এল।

বহুদিন থেকে অরুন্ধতীর মনে একটা সুপ্ত আশা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠছিল। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল মীরার সঙ্গে অরুণ এবং করুণার সঙ্গে সনতের বিয়ে দেবার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেক বাধা এসে তার পথ জুড়ে দাঁড়াল। সনৎ দেশের কাজের নাম করে বিয়ে করতে অস্বীকার করল, এবং গ্রামে থেকে করুণা যাতে কোন অপাত্রে না পড়ে সেজন্যে সকলের অজ্ঞাতসারে তাকে কলকাতায় নিয়ে তারই এক বন্ধুর মা-বোনের তত্ত্বাবধানে রেখে দিল। আর অরুণের সঙ্গে মীরার বিয়ের প্রস্তাব শুনে সরস্বতীও মেয়েকে নিয়ে সরোষে আবার কলকাতায় ফিরে গেল।

মৃত্যুকালে মৃত্যুঞ্জয় এক উইল ক'রে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি গ্রামের দরিদ্র-নারায়ণ সেবায় দেবত্র করে গেলেন এবং এই সম্পত্তির রক্ষক হিসেবে

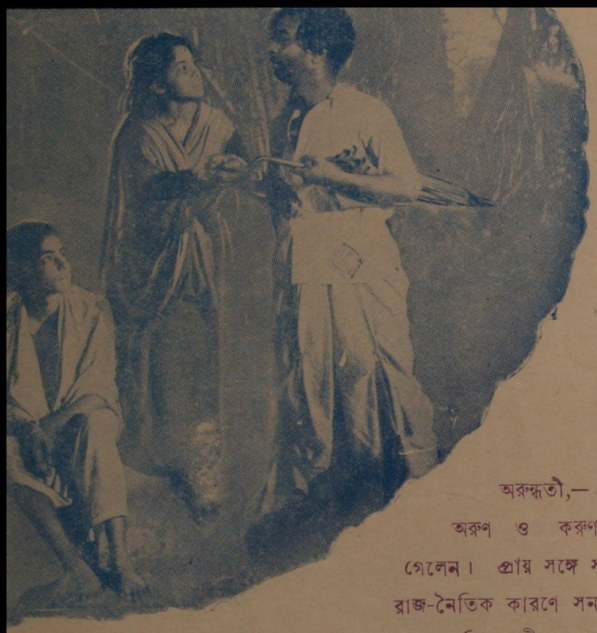

অরুন্ধতী,— এবং তার অবর্ত্তমানে অরুণ ও করুণাকে মনোনীত করে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা থেকে রাজ-নৈতিক কারণে সনতের গ্রেপ্তারের খবর এল। এদিকে মীরার জন্যে যে পাত্র ঠিক করা হয়েছিল,—সে নগদ পনেরো হাজার টাকা পণ চেয়ে বসল। অরুণের কানে যখন খবরটা পৌছুল তখন সে অরুন্ধতীকে অনুরোধ জানাল দেবব্রত থেকে এই টাকাটা মীরার বিয়ের জন্যে দিয়ে দিতে। কিন্তু দেবব্রত সম্পত্তি ব্যক্তিগত কাজে নিয়োজিত হতে পারেনা—এই যুক্তি দেখিয়ে অরুন্ধতী টাকা দিতে অক্ষমতা জানাল। তখন অরুণ তার নিজের নামে এই টাকাটা ঋণ হিসেবে দেবব্রত থেকে গ্রহণ করল এবং অরুন্ধতীর কাছে শপথ করল,—যে করেই হোক এ টাকা সে শোধ করবেই। আর অরুন্ধতীকে অনুরোধ জানাল এই ঋণের কথা মীরাকে ঘুণাক্ষরেও না জানাতে। কারণ মীরাকে তার বড় ভয়,—ইতিপূর্ব্বে যতবারই সে মীরার সম্মুখীন হয়েছে, ততবারই তাকে কঠিন আঘাত সহ্য করতে হয়েছে!

দেবব্রতের ঋণ শোধ করার জন্য একটা উদয়াস্ত পরিশ্রমের চাকরী নিয়ে অরুণ কলকাতায় চলে গেল। শূন্য বাড়ীতে উদাস মনে অরুন্ধতী ভাবে,—আজ সে বড় একা! মৃত্যুঞ্জয় নেই,—আনন্দ নেই,—সরস্বতী নেই,—মীরা নেই,—সনৎ নেই,—করুণা নেই,—অরুণও শেষ পর্য্যন্ত চলে গেল। তার ভাঙ্গা সংসারের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার যে স্বপ্ন একদিন সে দেখেছিল—সে কি শুধু মরীচিকার মায়া, না আলেয়ার রেখা?

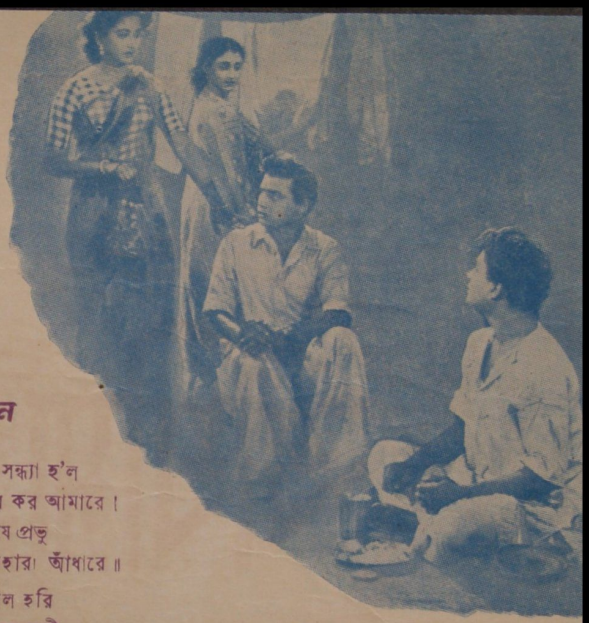

গান

হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল
পার কর আমারে।
তুমিই আমার পথ যে প্রভু
কূলহারা আঁধারে॥

তোমার নামেই দয়াল হরি
ভাসিয়ে দিলাম জীবন-তরী,
যেন হাসি মুখেই যেতে পারি
এবার পরপারে॥

তোমারি ডাক শুনে,
আমার মায়ার বাঁধন কাটে যেন
তোমার কৃপাগুণে।

সাঙ্গ হল লেনা-দেনা
এই ভবের হাটে বেচাকেনা
আমি তোমার পায়েই সঁপে দিলাম
এবার আপনারে॥

●

আনো মা আনন্দময়ী আনন্দেরি সুর।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দুঃখ কর দূর॥
সর্বার্থ-সাধিকে শিবে, কর দয়া সর্বজীবে,
তোমারি কল্যাণে হোক ধরা পরিপূর॥
তুমি মা অন্নদা জয়া, ত্রিনয়নী বরাভয়া,
তোমারি আশীষে ধন্য তাপিত আতুর॥

●

এতদিন আমি ভুল ক'রে শুধু
ভুলেরে বেসেছি ভালো।
এ জীবন ঘিরে ছিল বুঝি হায়
নিবিড় আঁধার কালো॥
যে আলোতে আজ আপনারে খুঁজে পাই,
তারি মাঝে যেন পুরানো সে আমি নাই,
কে যেন কহিল হৃদয়ে তোমার
নেভানো প্রদীপ জ্বালো॥
বুঝেছি এবার এপথ আমার নয়,
জানিনা কি দিয়ে তোমারে করিব জয়,
প্রাণের নিখিলে ভোর হ'ল আজ
কোথায় ছিল এ আলো॥

নারায়ণ পিকচার্স লিঃ

পরিবেশিত

আগামী তিনটি অনন্যসাধারণ ছবি

শশীমা

চিত্রনাট্য : মন্মথ রায়

: এবং :

জি, আর, ডি,
প্রোডাকসন্সের
নিবেদন

ছায়াসঙ্গিনী

শ্রেষ্ঠাংশে :
অনুভা, মঞ্জু,
বসন্ত, ছবি

: ও :

মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা

প্রযোজনা ও পরিচালনা : সুধীর মুখোপাধ্যায়

নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।